প্রাচীন মত			আধুনিক মত		
		শ্রুতির	নাম		
		১	তীব্রা	—	সা
		২	কুমুদ্‌বতী		
		৩	মন্দ্রা	—	রে
		৪	ছন্দোবতী		
সা	—	৫	দয়াবতী	—	রে
		৬	রঞ্জনী		
		৭	রক্তিকা	—	গ্র
রে	—	৮	রৌদ্রী	—	গ
		৯	ক্রোধী		
গ	—	১০	বজ্রিকা	—	ম
		১১	প্রসারিণী		
		১২	প্রীতি	—	ম̀
ম	—	১৩	মার্জনী		
		১৪	ক্ষিতি	—	প
		১৫	রক্তা		
		১৬	সন্দিপিনী	—	ধ্র
প	—	১৭	আলাপিনী		
		১৮	মন্দতী	—	ধ
		১৯	রোহিনী		
ধ	—	২০	রম্যা	—	নি্র
		২১	উগ্রা	—	নি
নি	—	২২	ক্ষোভিনী		

জনক ঠাট ঃ যে সকল ঠাট হইতে রাগ উৎপন্ন হইতে পারে তাহাদিগকে জনক ঠাট বলে। দাক্ষিণাত্যের বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যঙ্কটমুখী সপ্তকের ১২টি স্বর (শুদ্ধ ও বিকৃত) হইতে মোট ৭২টি মেল বা ঠাট রচনা করিয়াছেন। কর্ণাটক পদ্ধতিতে যেরূপ গণিতানুসারে ৭২টি ঠাট রচনা করা যায়, সেইরূপ উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতিতেও ১২টি স্বর হইতে গণিতানুসারে মোট ৩২টি ঠাট রচনা করা যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উত্তর ভারতীয় পদ্ধতিতে ঠাট রচনায় একই স্বরের শুদ্ধ ও বিকৃত রূপ পাশাপাশি ব্যবহার করা হয় নাই। ঠাটের উপযোগিতা রাগ উৎপাদনে। যেহেতু সকল ঠাট হইতে রাগ উৎপন্ন হইতে পারে না, সেইহেতু সকল ঠাটই জনক ঠাট নহে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতিতে যে ১০টি

১৩। রাগে কোন না কোন রসের অভিব্যক্তি থাকিবে কিন্তু ঠাটে কোন রসের অভিব্যক্তি থাকে না।

নাদ, শ্রুতি ও স্বরের পার্থক্য

ব্যাপক অর্থে যে কোন একাধিক বস্তুর সংঘর্ষে উৎপন্ন কম্পন বা ধ্বনিকে নাদ বলে। অবশ্য সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যে সকল ধ্বনি বা নাদ শ্রুতিমধুর, যাহা মনকে আনন্দ এবং তৃপ্তি দান করে কেবল মাত্র তাহাকেই নাদ বলা হয়।

এই মধুর আওয়াজ বা নাদ যখন পরস্পরের পার্থক্য সহ কানে শোনা যায় ও চেনা যায় বা অনুভব করা যায়, তখন তাহাকে শ্রুতি বলা হয়। এইরূপ একটি সপ্তকে মোট ২২টি শ্রুতি আছে।

যখন কোন শ্রুতিকে স্থিরভাবে প্রকাশ করা হয় তখন তাহাকে স্বর আখ্যা দেওয়া হয় এবং যখন কোন শ্রুতি, মীড়, গমক, কণ্ ইত্যাদি আকারে প্রকাশ করা হয় তখন তাহাকে শ্রুতি বলে।

নাদ ও শ্রুতির তুলনা

নাদ	শ্রুতি
১। স্থির ও নিয়মিত আন্দোলন হইতে সঙ্গীতের উপযোগী যে সকল মধুর ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে নাদ বলে।	১। সঙ্গীতের উপযোগী মধুর ধ্বনি বা আওয়াজ যাহা পরস্পরের পার্থক্য সহ কানে শোনা যায় বা চেনা যায় তাহাকে শ্রুতি বলে।
২। 'ন'-কার অর্থে প্রাণ এবং 'দ'-কার অর্থে অগ্নি বুঝায় এবং উভয়ের মিলনে নাদ ব্রহ্মের উৎপত্তি এইরূপ মানা হয়।	২। সকল প্রকার নাদের মধ্য হইতে সঙ্গীতের উপযোগী মধুর ধ্বনি সমূহকে যদি পৃথকভাবে চেনা যায় তখনই তাহাদিগকে শ্রুতি বলা হয়।
৩। নাদ অসংখ্য।	৩। একটি সপ্তকে মোট ২২টি শ্রুতি বা নাদ মানা হয়। কিন্তু হারমোনিয়মের ব্যাপক প্রয়োগের ফলে বর্তমানে একটি সপ্তকে ২২টি শ্রুতির পরিবর্তে ২৪টি শ্রুতিতে পরিণত হইয়াছে যাহা উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ হারমোনিয়ামে প্রত্যেক স্বরকে দুই শ্রুতিদ্বারা ভাগ করা হইয়াছে।

শ্রুতি ও স্বরের তুলনা

শ্রুতি	স্বর
১। যখন কোন স্বরকে মীড়, কণ্, স্পর্শস্বর দ্বারা প্রকাশ করা হয় তখন তাহাকে শ্রুতি বলে।	১। মীড়, কণ্, স্পর্শস্বর দ্বারা প্রকাশিত শ্রুতির উপর থামিলে বা দাঁড়াইলে সেই সকল শ্রুতিই তখন স্বরে পরিণত হয়।
২। একটি সপ্তকে মোট শ্রুতি সংখ্যা ২২টি মানা হয় অবশ্য বর্তমানে ব্যাপকভাবে হারমোনিয়মের প্রয়োগের ফলে সপ্তকে ২৪টি শ্রুতি পাওয়া যাইতেছে যাহা উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ভাবধারার পরিপন্থী।	২। একটি সপ্তকে বা স্থানে মোট স্বর সংখ্যা (শুদ্ধ ও কোমল) একত্রে ১২টি মানা হয়।
৩। স্বরের সূক্ষ্মতম অংশকে শ্রুতি বলে।	৩। একাধিক শ্রুতির সমন্বয়ে একটি স্বরের সৃষ্টি হয়।
৪। স্বরসমূহকে পরিষ্কারভাবে বুঝাইবার জন্য শ্রুতিসমূহকে রমণী হিসাবে কল্পনা করা হইয়াছে। শ্রুতিসমূহের অবস্থান যেন লজ্জাশীলা রমণীর মত সংগোপনে অর্থাৎ সাধারণের অগোচরে থাকে।	৪। স্বরকে পরিষ্কারভাবে বুঝাইবার জন্য স্বরসমূহকে পুরুষ হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। কারণ স্বরসমূহের গতিবিধি প্রকাশ্য ও বলিষ্ঠ এবং সর্বসাধারণের গোচর।
৫। গীত বা গৎকে তালবদ্ধ করিবার সময় শ্রুতিকে গৌণ রাখা হয়।	৫। গীত বা গৎকে তালবদ্ধ করিবার সময় স্বরকে মুখ্য রাখা হয়।

আলাপ ঃ কোন রাগের আলাপ করিবার সময় সেই রাগের বাদী, সমবাদী ও অন্যান্য বিশেষ স্বরসমূহকে দেখাইয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ, গমক, অলঙ্কার, ন্যাস ইত্যাদির দ্বারা ভূষিত করিয়া রাগরূপ প্রকাশ করাকে আলাপ বলে। এক ব্যক্তি কখন কখন অপর দুই অপরিচিত ব্যক্তির মধ্যে পরিচয় করাইয়া বা আলাপ করাইয়া দেন। এই ক্রিয়াকে আমরা সাধারণতঃ আলাপ পরিচয় করা বলিয়া থাকি। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও আলাপ অর্থে পরিচয় বুঝায়। এখানে যিনি গায়ক বা বাদক তিনি সঙ্গীত পরিবেশন কালে বর্ণ, গমক, অলঙ্কার, কায়দা ইত্যাদির সহযোগে রাগের বা তালের ভাবময় রূপের সহিত শ্রোতাদের পরিচয় করাইয়া দেন।

রাগের স্বরূপ স্পষ্ট করিবার জন্য উহার স্বরসমূহকে সাজাইয়া প্রথমে বিলম্বিত লয়ে আলাপ করিতে হয়। আলাপ দ্বারা গায়ক অথবা যন্ত্রবাদক রাগের বিশিষ্ট স্বরসমূহকে রাগোচিত প্রয়োগের দ্বারা শ্রোতার নিকট রাগরূপ পরিবেশন করেন। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, আলাপ ভাব প্রধান। প্রাচীনকালে আলাপ

শ্রুতি ও স্বর

বিভিন্নতা	সমতা
(১) বিশ্বাবসু বলেছেন, কর্ণ, স্পর্শ বা মীড় দ্বারা শ্রুতির প্রকাশ এবং ওইগুলিতে অবস্থান করলে স্বর হবে।	(১) শ্রুতি ও স্বর দুইই হবে সংগীতোপযোগী আওয়াজ।
(২) শ্রুতি সংখ্যা ২২টি, স্বরসংখ্যা ১২টি।	(২) সংগীতে পরস্পরের পার্থক্যসহ দুইটি স্পষ্ট শোনা যাবে।
(৩) সংগীত রচনায় স্বরই মুখ্য, শ্রুতি গৌণ।	(৩) সর্প ও কুণ্ডলী কিংবা স্বর্ণ ও স্বর্ণলঙ্কারের মধ্যে যে সম্পর্ক, শ্রুতি ও স্বরের সম্পর্ক সেই প্রকার।
(৪) শ্রুতি হচ্ছে স্বরের সূক্ষ্মতর বিভাগ।	(৪) দুইটিই হবে শ্রোতৃচিত্তরঞ্জনকারী।
(৫) বিশেষ বিশেষ শ্রুতির উপর ১২টি স্বরের অবস্থান।	
(৬) 'সঙ্গীত তরঙ্গ' গ্রন্থে স্বর ও শ্রুতির পার্থক্য স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্যে স্বরগুলিকে পুরুষ এবং শ্রুতিগুলিকে রমণী বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ স্বরগুলির গতিবিধি পুরুষের মত সর্বগোচর, প্রকাশ্য, স্পষ্ট, কিন্তু শ্রুতিগুলির গতিবিধি লজ্জাশীলা রমণীর মত সংগোপনে অর্থাৎ অস্পষ্ট, সাধারণের অগোচরে।	
(৭) শ্রুতিগুলির অবস্থান কাছাকাছি, স্বরগুলির একটি হতে অপরটি বেশ দূরে।	

ঠাট ও রাগ

ঠাট	রাগ
(১) ১২টি স্বর হতে ঠাটের উৎপত্তি।	(১) ঠাট হতে রাগের উৎপত্তি হয়েছে।
(২) ঠাট রচনায় ৭টি স্বর অপরিহার্য।	(২) রাগ রচনায় ৫টি হতে ৭টি পর্যন্ত স্বরের ব্যবহার হয়।
(৩) ঠাটের ৭টি স্বর ক্রমানুসারে হবে।	(৩) রাগের স্বরগুলি ক্রমানুসারে নাও হতে পারে।
(৪) ঠাটে কেবলমাত্র আরোহ আছে।	(৪) রাগে আরোহ অবরোহ দুইই আছে।

ঠাট	রাগ
(৫) ঠাটে কোন স্বরই বর্জিত হয় না।	(৫) রাগে ষড়জ ব্যতীত যে কোনও এক বা একাধিক স্বর বর্জিত হতে পারে।
(৬) ঠাটের রঞ্জকতা গুণ নেই।	(৬) রাগের রঞ্জকতা গুণ আছে।
(৭) রাগের নামানুসারে ঠাটের নামকরণ হয়েছে।	(৭) রাগ নিজেই নামেই পরিচিত।
(৮) ঠাটের রঞ্জকতা গুণ নেই।	(৮) রাগের জাতিবিভাগ আছে।
(৯) ঠাটের সংখ্যা ১০টি মাত্র।	(৯) রাগের সংখ্যা অজস্র।
(১০) ঠাট গাওয়া যায় না।	(১০) রাগ গাওয়া হয়।
(১১) ঠাটে বাদী, সম্বাদী ইত্যাদি নেই।	(১১) রাগে বাদী-সম্বাদী স্বরের প্রয়োজন অপরিহার্য।
(১২) ঠাটের কোন সময় নেই।	(১২) রাগের নির্দিষ্ট সময় আছে।
(১৩) ঠাটে রসের অভিব্যক্তি নেই।	(১৩) রাগে রসের অভিব্যক্তি আছে।
(১৪) বক্র, কণ্ বা বিবাদী স্বরের প্রয়োগ হয় না।	(১৪) বক্র, কণ্ বা বিবাদী স্বরের প্রয়োগ হয়।
(১৫) ঠাটের দ্বারা রাগের গোষ্ঠী নিরুপিত হয়।	(১৫) রাগ দ্বারা ঠাটের গোষ্ঠী নিরূপণ করা যায় না।

বর্জ স্বর ও বিবাদী স্বর

বিবাদী স্বরকেও বর্জিত স্বরের পর্যায়ে ফেলা হয়, কারণ রাগ বিন্যাসে বিবাদী স্বরের কোন স্থান নেই। তবে বর্জ এবং বিবাদী স্বরের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বর্জ স্বর রাগে একেবারেই প্রয়োগ করা নিষেধ, কারণ তাতে রাগহানি ঘটে, কিন্তু কখনও কখনও রাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য সীমিতভাবে বিবাদী স্বরের প্রয়োগ করা চলে, যেমন—ভীমপলশ্রীতে শুদ্ধ নি, দেশে কোমল গ্‌, বেহাগে তীব্র (ম্ঁ) ইত্যাদি। এক কথায় বলা যায় যে, বিবাদী স্বর বর্জ হতে পারে, বর্জ স্বর কখনই বিবাদী স্বর হতে পারে না।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত পদ্ধতি

ভারতে দুইটি সংগীত পদ্ধতি প্রচলিত—দক্ষিণ ভরতীয় বা কর্ণাটকী সংগীত পদ্ধতি এবং উত্তর ভারতীয় সংগীত পদ্ধতি। দক্ষিণ ভারতে দক্ষিণ ভারতীয় পদ্ধতি এবং উত্তর ভারতে উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি প্রচলিত। এই দুই পদ্ধতির মধ্যে যেমন ঐক্য রয়েছে তেমনি আবার বিভিন্নতাও আছে। নিম্নে দুই পদ্ধতির সমানতা ও বিভিন্নতা দেওয়া হল ঃ

সমানতা